বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কর্মপরিকল্পনা

- ২০২০ সনের ১৭ই মার্চ হতে ২০২১ সনের ১৭ই মার্চ পর্যন্ত সময়কে বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক 'সেবা বর্ষ' হিসেবে ঘোষণা প্রদান ও যথাযথভাবে প্রতিপালন করা। এ ছাড়াও প্রতিটি ইউনিয়নে জিএম পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে গ্রাহক সমাবেশ করবেন এবং তাৎক্ষনিক সমস্যার সমাধান করবেন;
- ২০২১ সনের ১৭ই মার্চের মধ্যে দেশব্যাপী শতভাগ এবং নির্ভরযোগ্য বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা। এ ছাড়া বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত পাওয়ার সেক্টর মাস্টার প্ল্যান কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন;
- গ্রাহক সেবার মান উন্নয়ন ও গ্রাহকদের ভোগান্তি লাঘবে অভিযোগ গ্রহণ ও প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (Grievance Redress System)-কে উন্নত করতে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। সেবা গ্রহীতাদের অভিযোগ গ্রহণের লক্ষ্যে একটি বিশেষ হট লাইন নম্বর প্রবর্তণ;
- গ্রাহক সেবার উৎকর্ষ সাধনে বঙ্গবন্ধুর দর্শনের ভিত্তিতে সংস্থাসমূহে 'ইনোভেশন প্রতিযোগিতা' এর আয়োজন করা;
- সেবা বর্ষে (১৭ মার্চ ২০২০- ১৭ মার্চ ২০২১) বিদ্যুৎ বিভাগের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারিগণ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত ১ ঘন্টা বেশী কাজ করা;
- 'আমার গ্রাম আমার শহর' বিষয়বস্তুকে সামনে রেখে মডেল গ্রাম নির্বাচনপূর্বক পূর্ণাঙ্গরুপে গ্রামের উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন;
- সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় সুফলভোগী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বিদ্যুৎ সেবা সহজীকরণ ;
- বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি এবং বৈদ্যুতিক ক্যাবলের Standard Specification করার উদ্যোগ গ্রহণ;
- বৈদ্যুতিক খাতে দেশে ও বিদেশে দক্ষ জনশক্তির চাহিদা পূরণকল্পে বৈদ্যুতিক কর্ম পেশায় দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'মুজিব বর্ষে' প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে ৩ হাজার বেকার জনগোষ্ঠীকে মানব সম্পদে রুপান্তর করা;
- বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিতে কর্মরত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য 'কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা' প্রণয়ন করা হবে। দুর্নীতির ক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স নীতি প্রতিপালনপূর্বক গ্রাহক হয়রানি মুক্তির লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- অংশগ্রহণমূলক সম্পাদিত কর্ম-মূল্যায়ন পদ্ধতির প্রবর্তন ও বাস্তবায়ন। প্রতিটি দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির মধ্য থেকে কার্যক্ষেত্রে সফলতার জন্য বঙ্গবন্ধু Service Excellence Award প্রদান এবং প্রতিটি উপজেলায় সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে একজন সেরা বিদ্যুৎ কর্মীকে বঙ্গবন্ধু পুরস্কার প্রদান;
- মুজিব বর্ষে বিদ্যুৎ বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি/বেসরকারি খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন;
- বিদ্যুৎ খাতের বিবর্তনের উপর আন্তর্জাতিক মানের প্রকাশনা প্রকাশ;
- বিদ্যুতায়নে জাতির পিতার অবদান, বাংলাদেশের সংবিধানে পল্লী বিদ্যুতের স্বীকৃতি, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড গঠন, পল্লী বিদ্যুতের সম্প্রসারণ বিষয়ে, বিদ্যুৎ খাতের অর্জন, ১৯৭৫ সালে ইঞ্জিনিয়ারদের সমাবেশে জাতির পিতার উক্তি অন্তর্ভুক্ত করে ডকুমেন্টারি প্রস্তুত। যা সারা বছর ধরে বিভিন্ন সেমিনার, সভা, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক প্রিন্ট/ ইলেকট্রনিক, সোস্যাল মিডিয়ায় প্রচার;
- বঙ্গবন্ধুর দর্শন, জাতীয় উন্নয়নে বিদ্যুৎ খাতের অবদান, বিদ্যুৎ খাতের অর্জন বিষয়ে জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ আয়োজন এবং বঙ্গবন্ধুর অবদানের বিষয়ে আলোকপাত;
- সেবা সম্পর্কিত বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন বক্তৃতা ও উদ্বৃতি সংকলন করে বিদ্যুৎ বিভাগ ও এর আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানির সর্বস্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারির মাঝে বিতরণ। জনগণকে বিদ্যুৎ সাশ্রয় ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে ফ্লায়ার্স/লিফলেট বিতরণ;
- জাতীয় পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে যে ওয়েবসাইট তৈরি করা হবে তার সাথে বিদ্যুৎ বিভাগ এর লিংক স্থাপন;
- বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণে বিদ্যুতের ভূমিকা এবং টেকসই উন্নয়নে বিদ্যুৎ সাশ্রয় ও বিদ্যুতের যৌক্তিক ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রচারণামূলক কার্যক্রম;
- বিদ্যুৎ বিভাগের মাসিক সমন্বয় সভায় বছরব্যাপী সেবা প্রদান সম্পর্কিত বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনা নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ;
- দেশের প্রতিটি বিদ্যুৎ বিতরণ কেন্দ্রের প্রবেশ দ্বারে বঙ্গবন্ধুর সেবা সম্পর্কিত বক্তব্য ও উক্তিসমূহ ইলেকট্রনিক বোর্ড স্থাপনের মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থাকরণ;
- মুজিব বর্ষে বিভিন্ন কর্মসূচিকে জাতীয় দিবসসমূহের সাথে একীভূত করা;

- বিদ্যুৎ খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং সরকারি/বেসরকারি নিয়োগকারীদের সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সিম্পোজিয়াম আয়োজন করা;
- মুজিব বর্ষ উপলক্ষে জরুরি বিদ্যুৎ কাজে ব্যবহৃত সকল যানবাহনে সেবা বর্ষের পৃথক লোগো ব্যবহার ও সজ্জিতকরণ;
- ২০২১ সালের (১৭ই মার্চ) বিদ্যুতের অপচয় রোধ ও অবৈধ সংযোগমুক্ত বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অবৈধ সংযোগ মুক্ত বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বছরব্যাপী বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ;
- বিদ্যুতের অপচয় রোধে সমগ্র দেশব্যাপী প্রি- পেইড মিটারিং কার্যক্রম গ্রহণ ;
- সমগ্র দেশব্যাপী বিদ্যুতের অপচয় এবং বিদ্যুতের দূর্ঘটনা রোধকল্পে স্কুল/কলেজ পর্যায়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের- কে নিয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম আয়োজন ।